ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

ফিচার-২২

জিরানীয়া, ১৭ জুলাই, ২০২৫

গণবন্টন ব্যবস্থা ঃ খাদ্য সুরক্ষা ও জনকল্যাণের প্রতিচ্ছবি

।গৌতম দাস।

রাজ্যের গণবন্টন ব্যবস্থাকে সর্বদা সক্রিয় ও কার্যকর রাখার লক্ষ্যে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। জনগণের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দপ্তরের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবেই গণবন্টন কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে, যাতে প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর মানুষও সঠিকভাবে খাদ্য সামগ্রী পেতে পারেন। গণবন্টন ব্যবস্থা অর্থাৎ পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম হলো সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি। যার মূল লক্ষ্য দেশের দরিদ্র, প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর কাছে ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া। এটি শুধুমাত্র খাদ্য সামগ্রী বিতরণ নয়, বরং একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার কৌশলও বটে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জিরানীয়া মহকুমায় খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা বিষয়ক দপ্তর এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। গণবন্টন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং প্রতিটি নাগরিকের দোরগোড়ায় সঠিক ও সুষ্ঠু খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দপ্তর অত্যন্ত আন্তরিক ও দায়িত্বশীল মনোভাব নিয়ে কাজ করে চলেছে। সঠিক সময়ে রেশন সামগ্রী বিতরণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং উপভোক্তাদের অধিকার রক্ষায় দপ্তরের এই নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা জনসাধারণের আস্থা অর্জন করেছে। জিরানীয়া মহকুমায় এই কার্যক্রম শুধু খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করছে না, বরং একটি মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। জিরানীয়া মহকুমা জুড়ে বর্তমানে মোট ১০৮টি রেশন দোকান রয়েছে। যা সমগ্র মহকুমার জনসাধারণকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিষেবা প্রদান করে চলেছে। এ অঞ্চলে মোট পরিবারের সংখ্যা ৫৪,১২৩টি। প্রতিটি পরিবারেরই রেশন কার্ড রয়েছে। মোট জনসংখ্যা ১,৯৬,৩০৫ জন। গণবন্টন ব্যবস্থার আওতায় অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায় সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা ৫৬৪৮টি, প্রায়োরিটি গ্রুপ ভুক্ত পরিবার ২৭৫০৪টি এবং এপিএল শ্রেণীভুক্ত পরিবার ২০,৯৭১টি। এই সমস্ত শ্রেণীর পরিবারকে সঠিক সময়ে নির্ধারিত নিয়ম মেনে রেশন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মানুষ যেন সহজে ও নির্বিঘ্নে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারেন-এই লক্ষ্যেই গণবন্টন ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে সচল রাখা হয়েছে। এই সমন্বিত প্রয়াস খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাজ্যের মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করছে। এই রেশন শপগুলি শুধুমাত্র খাদ্য সামগ্রী বিতরণের কেন্দ্র নয়, বরং এটি রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

২য় পাতায়

প্রতি মাসে নির্ধারিত তারিখে খাদ্য সামগ্রী যাতে উপভোক্তারা পান, তা নিশ্চিত করা রেশন ডিলার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান দায়িত্ব। বর্তমানে অধিকাংশ রেশন দোকানে ePos (Electronic Point of Sale) মেশিন চালু রয়েছে। এতে উপভোক্তাদের রেশন কার্ডের ভিত্তিতে ডিজিটালভাবে বায়োমেট্রিক যাচাই করে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এর ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জিরানীয়া মহকুমার প্রশাসনিক কাঠামোতে রয়েছে ৪টি ব্লক, একটি নগর পঞ্চায়েত এবং একটি পুর পরিষদ। এই মহকুমার অন্তর্গত মান্দাই ব্লকে বর্তমানে মোট ২৫টি রেশন শপ রয়েছে, যা ১২,১৭৭ পরিবারের জন্য নিয়মিত রেশন সামগ্রী সরবরাহ করে আসছে। এই সমস্ত পরিবারের মধ্যে ২০৭৬টি পরিবার অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার অন্তর্ভুক্ত, ৫,৭৩৪টি পরিবার প্রায়োরিটি গ্রুপ এবং ৪,৩৬৭টি পরিবার এপিএল শ্রেণীভুক্ত। জিরানীয়া ব্লকেও ২৫টি রেশন শপ রয়েছে। মোট পরিবার রয়েছে ১৪,২৬০টি। এরমধ্যে ১,৩৩৪টি পরিবার রয়েছে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার। ৭,৬৫৪টি পরিবার প্রায়োরিটি গ্রুপ এবং ৫,২৭২টি পরিবার রয়েছে এপিএল শ্রেণীভুক্ত। বেলবাড়ি ব্লকে রয়েছে ১৬টি রেশন শপ। মোট পরিবার সংখ্যা ৬,৯৩৩টি। এরমধ্যে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার ৭৭৫টি পরিবার। প্রায়োরিটি গ্রুপ ৩,৭৩১টি পরিবার এবং ২,৪২৭টি পরিবার এপিএল শ্রেণীভুক্ত। পুরাতন আগরতলা ব্লকে ২৭টি রেশন শপ চালু রয়েছে। মোট পরিবার সংখ্যা ১৩,৯৬৭টি। অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার ১,১১০টি পরিবার। প্রায়োরিটি গ্রুপ ৬,৬৮৯টি পরিবার এবং ৬,১৬৮টি পরিবার এপিএল শ্রেণীভুক্ত। রাণীরবাজার পুর পরিষদ এলাকায় ১০টি রেশন শপ রয়েছে। মোট পরিবার সংখ্যা ৪,২৯৭টি। অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার ২১১টি পরিবার। প্রায়োরিটি গ্রুপ ২,৪৫৩টি পরিবার এবং ১,৬৩৩টি পরিবার এপিএল শ্রেণীভুক্ত। জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত এলাকায় মোট ৫টি রেশন শপ রয়েছে। মোট পরিবার সংখ্যা ২,৪৮৯টি। অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার ১৪২টি পরিবার। প্রায়োরিটি গ্রুপ ১,২৪৩টি পরিবার এবং ১১০৪টি পরিবার এপিএল শ্রেণীভুক্ত। রেশন শপগুলোর মাধ্যমে এই সকল শ্রেণীর পরিবারগুলিকে মাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে খাদ্য সামগ্রী সময় মতো এবং সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, যাতে মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকার মানুষও সহজেই সরকারি গণবন্টন ব্যবস্থার সুফল ভোগ করতে পারেন। এপিএল শ্রেণীভুক্ত রেশন কার্ডধারীরা প্রতিমাসে মাথা পিছু পাঁচ কেজি করে ফর্টিফাইড চাল পাচ্ছেন, যার মূল্য নির্ধারিত হয়েছে প্রতি কেজি ১৩ টাকা দরে। তবে একজন কার্ডধারী পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ২৫ কেজি পর্যন্ত চাল সংগ্রহ করতে পারেন। অন্যদিকে প্রায়োরিটি হাউজহোল্ড শ্রেণীভুক্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি মাসে মাথাপিছু পাঁচ কেজি করে চাল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। যা তাদের খাদ্য সুরক্ষাকে নিশ্চিত করছে। সবচেয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা। এ যোজনায় প্রতিটি পরিবার প্রতি মাসে পাচ্ছেন ৩৫ কেজি বিনামূল্যে চাল। যা প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষের খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই গণবন্টন ব্যবস্থা শুধুই রেশন সামগ্রী বিতরণ নয়, এটি রাজ্যের সামাজিক কল্যাণ, দায়িত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধের এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। রাজ্যের গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষার পাশাপাশি পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী সরবরাহে সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে রেশন ব্যবস্থায় মসুর ডাল অন্তর্ভুক্ত হওয়া একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। বর্তমানে সারা রাজ্যেই এপিএল শ্রেণীভুক্ত রেশন কার্ডধারীদের প্রতি মাসে এক কেজি করে মসুর ডাল সরবরাহ করা হচ্ছে ৮৭ টাকা কেজি দরে। অন্যদিকে প্রায়োরিটি হাউজহোল্ড শ্রেণীভুক্ত পরিবারগুলিকে ভর্তুকী মূল্যে ৬২ টাকা কেজি দরে এক কেজি করে ডাল প্রদান করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা পরিবারের সদস্যরাও একইভাবে ৬২ টাকা দরে এক কেজি মসুর ডাল পেয়ে থাকেন।

৩য় পাতায়

এই ডাল বিতরণ কার্যক্রম একদিকে যেমন পুষ্টির চাহিদা পূরণে সহায়ক অন্যদিকে তা সরকারের সদিচ্ছা ও সমাজকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিফলিত করে। গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার যেন নিশ্চিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। যা যাদ্য নিরাপত্তার জন্য এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ। রাজ্যের গণবন্টন ব্যবস্থার অন্তর্গত রেশন শপগুলোর মাধ্যমে জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর প্রাপ্যতা সহজতর করতে সরকার নিয়মিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এরই অংশ হিসেবে প্রতি মাসে সমস্ত রেশন কার্ডধারীদের জন্য আটা ও চিনি সরবরাহ কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রতি রেশন কার্ড পিছু এক কেজি আটা সরবরাহ করা হচ্ছে ১৩ টাকা কেজি দরে এবং এক কেজি চিনি দেওয়া হচ্ছে ৩০ টাকা কেজি দরে। এই সহায়ক মূল্য সাধারণ মানুষের রান্নাঘরে স্বস্তি এনে দিয়েছে। বিশেষত: নিম্ন ও নিম্নবিত্ত পরিবারের খাদ্য সংগ্রহে সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছে। এই পদক্ষেপ শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা নয় বরং সরকারের সামাজিক কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির এক বাস্তব প্রতিফলন যা মানুষের জীবনে খাদ্য সুরক্ষা ও নায্য প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা বিধান করছে। জনগণের মুখে স্বস্তির হাসি ফোটাতে এই কর্মসূচি আজ এক নির্ভরতার নাম। অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, প্রায়োরিটি গ্রুপ এবং এপিএল শ্রেণীভুক্ত রেশন কার্ডধারীদের মধ্যে আয়োডিন যুক্ত লবণও সরবরাহ করা হয়। এক্ষেত্রে ১ থেকে ২ জন সদস্যবিশিষ্ট পরিবারকে কার্ড পিছু এক কেজি, ৩ থেকে ৫ জন সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে কার্ড পিছু ২ কেজি, এবং ৬ বা ততোধিক সদস্যবিশিষ্ট পরিবারকে কার্ড পিছু ৩ কেজি লবণ সরবরাহ করা হয়। লবণের মূল্য ৯ টাকা প্রতি কেজি। সারা রাজ্য সহ জিরানীয়া মহকুমায়ও গণবন্টন ব্যবস্থা একটি সুসংহত কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এটি একদিকে যেমন দরিদ্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে তেমনি খাদ্য দ্রব্যের কালোবাজারি ও মূল্যবৃদ্ধির মতো সমস্যা নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখে। গণবন্টন ব্যবস্থায় আজ শুধুই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ নয়, বরং এটি সামাজিক ন্যায়, দায়বদ্ধতা এবং সরকারের জনমুখী নীতির বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছে।

****